দৈনিক ইনকিলাব

65

তারিখ ... 25 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা: 6 কলাম 6 .....

রাজশাহী ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী আলাদা সমিতি

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী কবি নজরুল ইসলাম গ্রুপের শিক্ষকরা আলাদা শিক্ষক সমিতি গঠন করেছেন। এর ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন দু'টি পাল্টা শিক্ষক সমিতি বিদ্যমান। অপর প্রান্তে রয়েছেন সরকার সমর্থক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রুপের শিক্ষকরা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করছে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পদার্থ বিজ্ঞান ভবনে প্রফেসর এসকিউজি মাহতাব ওয়ালীর সভাপতিত্বে 'নজরুল ইসলাম' গ্রুপের এক সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর এম. মোখলেসুর রহমান সভাপতি এবং পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের সভাপতি প্রফেসর এম কোরবান আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত এডহক কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন ঃ সহ-সভাপতি প্রফেসর ডঃ নজরুল ইসলাম (পদার্থ বিজ্ঞান), যুগ্ম সম্পাদক আমজাদ হোসেন (ফাইন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং), কোষাধ্যক্ষ ডঃ এম আখতারুজ্জামান (ফলিত পদার্থ) এবং সদস্য প্রফেসর এসকিউজি মাহতাবওয়ালী (পদার্থ বিজ্ঞান), জিয়া পরিষদ সভাপতি সোহরাব উদ্দিন আহমদ (ইসঃ ইতিহাস), প্রফেসর ডঃ আঃ আজিজ মিয়া (ফলিত পদার্থ), শাহ হাবিবুর রহমান (অর্থনীতি), ডঃ আঃ লতিফ (গণিত), ডঃ আঃ হক (আরবী), জিয়া পরিষদ নেতা নজরুল ইসলাম (হিসাব বিজ্ঞান), ডঃ ময়েজুল ইসলাম (ইতিহাস), ডঃ রকিব উদ্দিন (ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা) এবং তারেক ফজল (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)।

নবগঠিত সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাকশালী শিক্ষকগোষ্ঠীর ২০ মে সভার সিদ্ধান্তাবলী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়। বাকশালীদের দখলকৃত সমিতি গঠনতন্ত্রকে অমান্য করায়, সাধারণ সদস্যদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করায়, সমিতি বাকশালীদের স্বার্থে ব্যবহার করায় এবং বর্তমান প্রশাসনের লেজুড়বৃত্তি করায় এ সভা তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে। বাকশালীদের হাতে জিম্মি সাধারণ শিক্ষকদের আশা-আকাংক্ষা প্রতিফলনের জন্য বিকল্প শিক্ষক সমিতি গঠন করা হয়। "নজরুল ইসলাম" এবং "রবি ঠাকুর" গ্রুপের শিক্ষকদের প্রকাশ্য বিরোধের ফলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি জটিল হতে জটিলতর আকার ধারণ করল। এর ফলে সমস্যার সমাধান না হওয়ার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে দু'পক্ষের যাঁতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত হবে ২৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষকের মতে, ইসলাম গ্রুপের সাথে "ঠাকুর" গ্রুপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাবরই। সরকার পরিবর্তনের পর এ অবস্থা আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে, এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে "নজরুল" এবং "রবীন্দ্র" দু'ভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

শিক্ষক সমিতির (নজরুল) সভাপতি প্রফেসর মোখলেসুর রহমানের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির বিভক্তি এবং নতুন শিক্ষক সমিতি গঠন প্রসঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, শিক্ষকরা যখন রাজনৈতিক নেতার রূপ লাভ করে তখন আর তারা শিক্ষক তো থাকেন না। শিক্ষক সমিতির (রবীন্দ্র) নেতারা রাজনৈতিক নেতার ন্যায় আবির্ভূত হয়েছেন। উৎখাত আর নির্মূলের রাজনীতি নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সাধারণ সদস্যদের কল্যাণ না করে বরং ক্ষতি সাধন করছেন। নির্বাচিত ভিসিকে সরকার স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে অপসারণ করে দলীয় লোক নিয়োগ করেছে। তিনি যাচ্ছেতাইভাবে প্রশাসন চালাচ্ছেন। তারা এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলছে না। তাদের দ্বিমুখী নীতির কারণে আমরা বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর কোরবান আলী বলেন, শিক্ষক সমিতির সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অমান্য করে এবং শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকা, দলীয় স্বার্থে সমিতিকে ব্যবহার এবং প্রশাসনের লেজুড়বৃত্তি করায় আমরা বেরিয়ে এসেছি। তাদেরকে আলটিমেটাম দিয়েছিলাম। কিন্তু তার কোন উত্তর পাইনি। এদিকে কর্তৃপক্ষ ভর্তি প্রক্রিয়া ও গণঅব্যাহতি সম্পর্কে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় শিক্ষক ধর্মঘটের মেয়াদ ২৯ মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। পুলিশ গত বৃহস্পতিবার রাতে লতিফ হল এবং আমীর আলী হলে ব্যাপক তল্লাশি চালায়।